



স্মারক নং- ২৪.০২.৭৫.০৭.০১৮.০৬.১১০.১৫-৫৬

তারিখঃ- ০৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ কার্যক্রমের [৪.১] ধারা অনুযায়ী একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজীকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সৌর সড়কবাতি স্থাপন করা হয় যা ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

নবায়নযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জি হলো এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। নবায়নযোগ্য শক্তি সমূহ পরিবেশ বান্ধব এবং কার্বন নিঃসরণ মুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং একটি টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা পৌছানোর জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী সংস্থা সমূহ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানি, রাশিয়া, ভারত বিশ্বের সব থেকে বেশি নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্টেটে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য রয়েছে আলাদা আইনি বাধ্যবাধকতা এবং ফিড-ইন-টারিফ এর ব্যবস্থা। বিশ্বের সব থেকে বড় জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে চীনে। সেই সাথে চীন বিশাল বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে। ভারতে বর্তমানে পৃথিবীর সব থেকে বড় সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে যা ৬৪৮ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন। গত কয়েক বছরে জীবাশ্ম জ্বালানির বিপুল হ্রাস এবং তাদের ক্রমবর্ধমান খরচ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারকে তীব্রতর করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যে পিছিয়ে নেই এবং এ লক্ষ্য কে এগিয়ে নিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ক্যাম্পাসে সৌর সড়কবাতি স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র তিন মাস ব্যাতিত সারা বছরই প্রচুর সুর্যালোক থাকে এবং প্রতি বর্গমিটারে সৌর শক্তির প্রাপ্যতা প্রায় ৫ কিলোওয়াট/দিন সমগ্র দেশের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট। ২০১৭ সালের হিসেব অনুসারে বাংলাদেশে ৪৪৫.৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো নবায়ন যোগ্য শক্তির উৎস থেকে যার ২১১.৯৬ মেগাওয়াট সৌরশক্তি ব্যবহার করে।

উদ্দেশ্য সমূহ:-

- ১। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী অভ্যন্তরে রাত্রে রাস্তা আলোকিত করার জন্য সৌর বিদ্যুতের সড়কবাতি স্থাপন করা হয়।
- ২। সৌর বিদ্যুত স্থাপনের ফলে উক্ত স্থানে বৈদ্যুতিক বাতির পয়োজন নেই। এতে কলেজের কিছুটা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হচ্ছে।
- ৩। বর্তমানে কলেজে প্রায়ই লোড-শেডিং হয়। ফলে রাত্রে অন্ধকার হয়ে যায়। কলেজের দুটি পয়েন্ট সৌর সড়কবাতি স্থাপন করায় কলেজ অনেকটা আলোকিত হয়েছে।
- ৪। সৌরবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য তাই আমাদের ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রমটি পরিবেশ বান্ধব।

সৌর সড়ক বাতি প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং বিবরণীঃ

- এল ই ডি লাইট -----২০ ওয়াট, এস এম ডি টাইপ
- এল ই ডি পাইফ স্পেন -----৫০০০০ ঘন্টা
- লাইট চিপস----- ফিলিপস
- লুমেন----- ১৩০/ওয়াট
- কালার টেম্পারেচার-----৬০০০ক্যালডিন-৬৩০০ক্যালডিন
- আইপিরেটিং----- আইপি৬৫
- ব্যাটারি-----ডিসি১২ভোল্ট, ২৪ এ ম্পিয়ারঘন্টা, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি
- ব্যাকাপ----- ১৪ঘন্টা
- পাওয়ারফ্যাক্টর -----৯৫%
- চার্জ কন্ট্রোলার-----১০ এম্পিয়ার হাই কেয়ালিটি এমপিপিটি
- সোলার প্যানেল----- ৮০ ওয়াট, মনোপ্যাক।
- আই আর সেপার, ফটো সেপার
- ক্যাবল.....২৫ গজ।

উপসংহার: সৌর বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য এবং সৌর সড়ক বাতি স্থাপন করার ফলে অত্র কলেজের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। আমাদের সবার উচিত নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা।

১৪৪

(মোঃ সাইফুর রহমান)

অধ্যক্ষ (অঃ দাঃ)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ফোন নং-(০৩২১)-৫১৭৫৮

btec.bd@gmail.com

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কমিটি

বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)

৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং- ২৪.০২.৭৫.০৭.০১৮.০৬.১১০.১৫-৫৬/১(৬)

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

তারিখঃ- ০৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

০১। মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

০২। জনাব বিশ্বজিত দাস, সহকারী অধ্যাপক (কারিগরি) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ইনোভেশন কমিটি, অত্র প্রতিষ্ঠান

০৩। উপজেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

০৪-৬। জনাব অত্র প্রতিষ্ঠান।

০৭। হিসাব শাখা, অত্র প্রতিষ্ঠান।

০৮। অফিস নথি।



(মোঃ সাইফুর রহমান)

অধ্যক্ষ (অঃ দাঃ)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ফোন নং-(০৩২১)-৫১৭৫৮

btec.bd@gmail.com

০৭/০২/২২